†kô evOwj i m¤§vbbv wb‡”Qb mbxj M‡½vcva¨vq

জীবিত শ্রেষ্ঠ ১০ বাঙালি সম্মাননা

আকবর হায়দার কিরণ *নিউইয়র্ক থেকে*

মানুষ মারা গেলে গুণকীর্তন করা হয় কিন্তু জীবিত অবস্থায় অনেকের মূল্যায়ন হয় না। জীবিত মানুষের মূল্যায়নের ধারণা থেকেই জীবিত শ্রেষ্ঠ ১০ বাঙালি নির্বাচনের উদ্যোগ নিয়েছিল মুক্তধারা নিউইয়র্ক। গত ২৮ আগস্ট নিউইয়র্কের প্রখ্যাত ম্যানহাটন সেন্টারের সুপরিসর হলরুমে আয়োজন করা হয়েছিল সম্মাননা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। হলরুম বিশাল হলেও দর্শক সংখ্যা ছিল খুবই কম।

যে ১০ জনকে জরিপের মাধ্যমে সেরা নির্বাচিত করা হয় তাদের মধ্যে শুধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আমন্ত্রিত অতিথি ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের এক বিরাট তালিকা থাকলেও শেষ পর্যন্ত এতে যোগ দেন হাতে গোনা কয়েকজন।

এঁদের মধ্যে ছিলেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময় ঘোষ, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, আবেদ খান, আলোনিকা মুখোপাধ্যায়, দিলারা হাসেম, গোলাম মোর্তোজা, আবুল হাসনাত, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল। দর্শক সারি থেকে আলোচনায় যোগ দেন ড. নুরুন নবী, এম এম শাহীন এমপি, ড. দেলোয়ার হোসেন ও অধ্যাপক আকতারুজ্জামান।

বিকেল পৌনে ৬টায় শুরু হয় আলোচনা অনুষ্ঠান। উপস্থাপক হাসান ফেরদৌস বক্তাদের ডেকেছেন কোনো রকম নিয়ম-কানুন ছাড়াই। এ ক্ষেত্রে বয়স কিংবা খ্যাতি কোনোটাই ঠিকমতো কাজ করেনি। কারো কারো ক্ষেত্রে অনেক বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন, আবার কাউকে শুধু নাম বলেই ছেড়ে দিয়েছেন। চার মিনিট নির্ধারিত থাকলেও নীরেন চক্রবর্তী অন্তত ১৫ মিনিট বলেছেন।

বিশিষ্ট সাংবাদিক আবেদ খান বলেন, 'বাংলাদেশের বাঙালিদের বিশেষ গৌরব হলো ২৫ কোটি মানুষের ঠিকানা বাংলাদেশ। আমরা বাংলাদেশ গড়েছি, বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস করেছি এবং বাংলাকে জাতিসংঘে প্রতিষ্ঠিত করেছি।'

শ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচন উদ্যোগের প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'মুক্তধারার কর্ণধার বিশ্বজিত সাহা যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা নিয়ে সমালোচনা না করে কেউ এরচেয়ে ভালো কিছু একটা করে দেখালে ভালো হয়।'

বক্তব্য রাখছেন আবেদ খান

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত বলেন, 'ঢাকা আমার মাতৃমাটি, কলকাতা ভ্রাতৃমাটি এবং বাংলা ভাষাই আমার একমাত্র দেশ।'

প্রায় সব বক্তাই মুক্তধারা নিউইয়র্কের এ উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর নির্বাহী সাম্পাদক গোলাম মোর্তোজা বলেন, 'আজকের এই অনুষ্ঠানের দুটি দিক- একটি হলো মুক্তধারা

নিউইয়র্কের ১৫ বছর পূর্তি উৎসব, অন্যটি জীবিত শ্রেষ্ঠ ১০ বাঙালিকে সম্মাননা জানানো। আমরা যে দেশের মানুষ, সেই দেশটিতে প্রায় কোনো কিছুই প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পায় না, সেখানে বিশ্বজিত সাহা তার প্রতিষ্ঠানটি ১৫ বছর যোগ্যতার সঙ্গে টিকিয়ে রেখেছেন। এর জন্য বিশ্বজিত সাহাকে সাধুবাদ জানাই, জানাই অভিনন্দন।

আর শ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচনের বিষয়ে বিশ্বজিত সাহা যে জরিপ করেছেন সেটা সাধারণ মানুষের কাছে তিনি বোঝাতে পারেননি। ফলে উদ্যোগটি নিয়ে অনেক আলোচনা, সমালোচনা এবং বিতর্ক হয়েছে। অবশ্য পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত জরিপ হয়েছে, সব জরিপ নিয়েই কম-বেশি সমালোচনা, বিতর্ক হয়েছে। শ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচনের ক্ষেত্রে মূলত ইন্টারনেটের মাধ্যমে জরিপ হয়েছে। ফলে এতে নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষ ভোট দিয়েছেন। ফলাফলও সে রকমই হয়েছে। বিশ্বজিত সাহা বিষয়টি সাধারণ মানুষের কাছে পরিষ্কার করে বলতে পারেননি। আমি লক্ষ্য করেছি, নিউইয়র্কে এই অনুষ্ঠান বিরোধী অনেক প্রচারণা হয়েছে। মুক্তধারা এ বিষয়েও কোনো উদ্যোগ নিতে পারেনি। ফলে অনুষ্ঠানে দর্শক আসেনি। বিশ্বজিত সাহার উচিত ছিল কম্যুনিটিকে সঙ্গে নিয়ে এত বড় একটি কাজ করা। যা তিনি করতে পারেননি।'

দর্শকের একাংশ

গান গাইছেন মাহমুদুজ্জামান বাবু

মুক্তধারা'র কর্ণধার বিশ্বজিৎ সাহা

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য এম এম শাহীন তার বক্তব্যে বলেন, প্রবাসে লেখক সৃষ্টির পেছনে সাপ্তাহিক ঠিকানাসহ অন্যান্য পত্রিকা অনেক অবদান রেখেছে। তিনি প্রবাসের বাংলাভাষী কম্যুনিটিকে অনেক সমৃদ্ধ বলে অভিহিত করেন। শাহীন আরো বলেন, প্রবাসীরা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

বক্তাদের কেউ কেউ বিশ্বজিত সাহার প্রবাসে পুস্তক ব্যবসার শুরুর দিককার কঠিন দিনগুলোর কথাও তুলে ধরেন। উদ্যোক্তা বিশ্বজিত নিজেও স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে আবেগতাড়িত হন। রাত সোয়া ৮টায় লিখিত বক্তব্যে তিনি জানান, ৩৮টি দেশ থেকে মোট ৫২ হাজার ব্যক্তি জরিপে অংশ নিয়েছেন।

অনুষ্ঠানের পরের পর্ব উপস্থাপন করেন কলকাতা থেকে আগত রায়া ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে পুরস্কারপ্রাপ্ত ১০ জনের ওপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। হুমায়ূন আহমেদ ও মুহম্মদ জাফর ইকবাল ছাড়া আর কেউই ভিডিওতে কোনো বক্তব্য রাখেননি। ড. ইউনূস, সুনীল ও সৌরভের ভিডিও প্রজেকশন ছিলো খুব সংক্ষিপ্ত।

অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে মাহমুদুজ্জামান বাবু 'আমি বাংলায় গান গাই' গানটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে পরিবেশন করেন। তার সঙ্গে গিটারে ছিলেন জনপ্রিয় গায়ক বাপ্পা মজুমদার। এরপর মঞ্চে আসেন কবি নীরেন চক্রবর্তী ও সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। তারা একে একে পুরস্কৃত ১০ জনের নাম ঘোষণা করেন। ঘোষকদের উভয়েই ছিলেন কলকাতার এবং হুমায়ূন আহমেদের নাম ঘোষণা হয় 'আমেদ' হিসেবে ।

মঞ্চে আমন্ত্রিত হন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যপ্রেমী দুই মার্কিনি ড. ক্লিন্টন বি. সিলি ও ড. ক্যারোলিন রাইট। ক্লিন্টন তার পুরো বক্তব্য বাংলায় করে সবার প্রশংসা লাভ করেন। তিনি বলেন, আপনাদের ভালোবাসা আমাকে বিব্রত করেছে। আমি কিইবা দিতে পেরেছি। ড. ক্যারেলিন রাইট ঢাকা ও কলকাতায় কাটানো তার সুন্দর দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করেন। নিউইয়র্কের বাঙালি অধ্যুষিত কুইন্স এলাকার কাউন্সিল ম্যান জন সাবিনি মঞ্চে এসে অন্যদের সঙ্গে যোগ দেন এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত একমাত্র 'শ্রেষ্ঠ বাঙালি' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে পদক তুলে দেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, ভোট দিয়ে কি শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক করা যায়? আমার চেয়ে অনেক বড় লেখক আছেন। পুরো ব্যাপারটি আমার কাছে লজ্জার এবং মজার। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সুনীল জানান তিনি এ অনুষ্ঠানে সরাসরি যোগ দিতে আসেননি। ছেলের কাছে বোস্টনে ছিলেন এবং সেখান থেকে এসেছেন।

জীবিত ১০ শ্রেষ্ঠ বাঙালির আরেকজন ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করলেও অনুষ্ঠানে যোগ দেননি বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সাংস্কৃতিক পর্বে তামান্না রহমান রবীন্দ্র ও মনিপুরী নৃত্য পরিবেশন করেন। মাহমুদুজ্জামান বাবু তার জনপ্রিয় 'মেঘ বালিকা' গেয়ে শোনান। বাপ্পা মজুমদার, জুলফিকার রহমানের লেখা দুটি গান পরিবেশন করেন। সঙ্গীতানুষ্ঠানের সেরা আকর্ষণ ছিলেন কুদ্দুস বয়াতী। প্রবাসের সেরা ফুয়াদের ব্যান্ডের সঙ্গে বয়াতীর গান সবাই উপভোগ করেন। স্বপন বসুর লোকগীতিও ছিলো শ্রুতিমধুর।

ছবি : **নিহার সিদ্দিকী**